দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম [illegible]

সবার আগে শিক্ষা

এডভোকেট সাহিদা বেগম

বিশ্ব নারী দিবসে আমাদের শ্লোগান হোক, সবার আগে শিক্ষা।

দেশ, জাতি এমনকি নিজের জন্যেও ভাল কিছু, কল্যাণকর কিছু, মুক্তির জন্যে কিছু করতে চাইলে সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষা। সে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক না কেন শিক্ষা ছাড়া নিজের বা সমাজের কোন মুক্তি, কোন কল্যাণই সম্ভব নয়। ইতিহাস থেকেও আমরা এই নির্দেশই পাই। যাদের দ্বারাই দেশ-জাতির কল্যাণ হয়েছে, তাঁরা সবকিছুর আগে অর্জন করেছেন শিক্ষা। কারো ক্ষেত্রে সেবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়েছে, আবার কেউ কেউ স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন।

যেসব মহীয়সী মহিলা নিজেদের মেধা ও শক্তি দিয়ে দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণ করেছেন, তারাও সবাই ছিলেন শিক্ষিত। আগে অর্জন করেছেন শিক্ষা তারপর নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে জাতির কল্যাণের পথে।

ভারতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণী ছিলেন ভাগ্য বিড়ম্বিত; সংসার বহিষ্কৃত এক অসহায় নারী। স্বামীর সংসার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ভাগ্যচক্রে সে চলে আসে বৃটিশ বিরোধী গুপ্ত আন্দোলনের নেতা ভবানী পাঠকের তত্ত্বাবধানে। ভবানী পাঠকের স্নেহছায়ায়, ও তত্ত্বাবধানে এই অসহায় নারীর ভাগ্যচক্র বদলে যায়। ভবানী পাঠক অশিক্ষিতা, ভীরু, গ্রাম্যকুলবধূটিকে নিজের উপযুক্ত শিষ্যা হিসাবে গড়ে তোলার দীক্ষা দিতে শুরু করলেন। প্রথমে কুলবধূর বেশবাস পরিবর্তন করালেন। তারপর শুরু হল তার শিক্ষা অর্জন। অস্ত্র চালনা বিদ্যা, যুদ্ধ বিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া, সেই সাথে চলল তার পুথিগত বিদ্যা অর্জন, এমনি করে যোগ্য গুরুর নেতৃত্বে প্রথমে অর্জিত হল দেবী চৌধুরাণীর শিক্ষা। এই দেবী চৌধুরাণী পরবর্তীতে ইংরেজদের ত্রাসরূপে পরিচিত হল। অত্যাচারী রাজন্য আর ইংরেজদের কুঠিতে দেবী চৌধুরাণী ছিলেন এক সাক্ষাৎ ত্রাস। আর নির্যাতিত দেশবাসীর কাছে দেবী চৌধুরাণী ছিলেন দেবী।

অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে যোগ্য শিষ্যত্ব অর্জন করেন। চট্টগ্রামে বৃটিশ অস্ত্রাগার, অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাল্যকাল থেকে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সুনামের সাথে ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৯ সালে আইএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বিশ টাকা সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতায় গিয়ে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। মেধাবী প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়েটি কলেজের সকলের প্রিয় ছিলেন তার মধুর ব্যবহার আর দরদী মনের জন্যে। তাঁর এই দরদী মন শুধু কলেজের মেয়েদের ভালবেসেই ক্ষান্ত রইল না। প্রচন্ড দেশপ্রেম তাঁকে আলোড়িত করে তুলল। তাঁর শিক্ষা তাঁকে সচেতন করেছে যে, তিনি পরাধীন। তাঁর জাতি শৃংখলিত। দেশ ও জাতির মুক্তির পথে কাজ করার জন্যে তিনি মনস্থির করেন। তিনি মাষ্টারদা সূর্যসেনের সাথে যোগাযোগ করে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

মাষ্টারদা সূর্যসেন মাত্র সাতজন সহযোদ্ধা নিয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের দায়িত্ব নেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্বেচ্ছায়। প্রীতিলতা যথাসময়ে সেই ক্লাব আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে বেশ ক'জন ইংরেজ অফিসার নিহত হয়। অন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। অপারেশন সাকসেসফুল! বিজয়ী প্রীতিলতা তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে সদর্পে ফিরে আসছিলেন। পথে নালার মধ্যে লুকিয়েছিল এক ইংরেজ। সে প্রীতিকে লক্ষ্য করে গুলী করে। গুলীবিদ্ধ প্রীতিলতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ইংরেজরা তাঁকে ধরতে এগিয়ে আসে। শত্রুর হাতে ধরা পড়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়—এই সিদ্ধান্তে প্রীতি নিজের কাছে লুকিয়ে রাখা বিষ খেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

যে মহীয়সী মহিলা মুসলমান মেয়েদের অন্ধকার জীবনে আলোর মশাল জ্বালিয়েছেন তিনি বেগম রোকেয়া। যে সময়ে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা ছিল মহাপাপ, সেই অন্ধকার সময়ে এই নারী সমাজের সামনে আলো জ্বালার জন্যে নিজেকে আগে তৈরি করে নিতে লেগে গেলেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিল না বলে বসে রইলেন না। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। জ্ঞান অর্জনে প্রথম শিক্ষিত ভাই-এর সহযোগিতা পেলেন। বিয়ের পরে পেলেন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রখর রুচিবোধসম্পন্ন স্বামীর সাহচর্য। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি যে জ্ঞান অর্জন করলেন তাই দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিসে মুসলমান নারীজাতির মুক্তি? কোন্ পথে আসতে পারে তাদের উদ্ধার। বেগম রোকেয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এই অন্ধকারের অন্তরালে ডুবে থাকা নারীজাতির মুক্তির প্রথম পথই শিক্ষা। তাই তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে মুসলমান নারীজাতির শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করলেন। ঘোর অন্ধকার থেকে নারীজাতিকে আলোর জগতে নিয়ে এলেন।

এমনি আলোচনার পরিধি যত দীর্ঘ করি, দেখা যাবে দেশ ও জাতির কল্যাণকর প্রতিটি মানুষ ছিলেন শিক্ষিত; জ্ঞানী। তাই দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্যে, নিজের উন্নততর জীবনের জন্যে সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষার। ❑